মেহেরপুরে “অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, অংশীজনের প্রত্যাশা” শীর্ষক মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে “অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, অংশীজনের প্রত্যাশা” বিষয়ক এক মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টায় জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স রুমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এ সভার আয়োজন করে।

মউক-এর নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ তরিকুল ইসলাম।

এসময় তিনি বলেন, প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে, যার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হিসেবে সরকারি পরিসংখ্যানে শিক্ষার হার তুলনামূলক কম দেখা যায়। তবে এখন কেন্দ্রীয় সরকার ও জেলা শিক্ষা প্রশাসনের কঠোর ও নিরবিচ্ছিন্ন তদারকিতে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। তিনি এ সময় শিক্ষার উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ হযরত আলী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ রুহুল আমিন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলার উপপরিচালক এ. জে. এম সিরাজুম মুনীর।

এসময় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি নাজমুল হক টিনু, আজগর আলী মাস্টার ও আব্দুর রব।

এছাড়াও এসময় সরকারি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ‘গণসাক্ষরতা অভিযান এর কর্মকর্তাসব সজিবুল ইসলাম ও সামসুন নাহার কলি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউক এর নির্বাহী প্রধান

আশাদুজ্জামান সেলিম। তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুবিধাবঞ্চিত ও পেছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর ভর্তি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থী হ্রাসে মউক কমিউনিটি ভিত্তিক এপ্রোচ পদ্ধতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন অন্যতম।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে এই কর্মসূচির প্রধান পৃষ্ঠপোষক গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে পৌঁছাতে সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগকে সাফল্যভিত্তিক কার্যক্রম হিসেবে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানের মধ্যে এক মুক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত স্টেকহোল্ডারবৃন্দ মানসিকতার পরিবর্তন, মডেল মাদ্রাসা, মাদ্রাসা শিক্ষায় বৈষম্য, উপবৃত্তির অধিক বরাদ্দ, বিদ্যালয় শিক্ষকের স্বল্পতা, জেন্ডার বৈষম্য, পাঠ্যপুস্তক কারিকুলাম রচনায় যৌক্তিকতা এবং শিক্ষা প্রশাসনের তদারকির ধীরগতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশসমূহ তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী, সুশীল সমাজ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মউক এর মানবাধিকার কর্মী সাদ আহম্মদ ও মোছাঃ কাজল রেখা।

ধর্ষনের জন্য দায়ী কে! পোশাক নাকি সঠিক শিক্ষা!- সুখী ইসলাম

ধর্ষণ এখন যেন মহামারীতে রুপ নিয়েছে। ধর্ষণ মহামারি যেন করোনা ভাইরাসকেও ছাড়িয়ে গেছে। ধর্ষণ এখন একটি নিত্যদিনের ঘটনা মনে হচ্ছে।

প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে কোথাও না কোথাও কোনো নারী, কোনো কিশোরী, কোনো শিশু ধর্ষিত হয়েছে।

টেলিভিশনের স্ক্রলে দশ মিনিট ধরে ধর্ষনের সংবাদ। কোন জেলায় কত জন ধর্ষণ হয়েছে। কোন জেলায় কত কম বয়সী শিশু ধর্ষণ হয়েছে। এ যেন অসভ্য জাতির নির্লজ্জ কর্মকান্ডের বহিঃপ্রকাশ।

ধর্ষণ কেন মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে, তার কারণ অনুসন্ধান জরুরি। অপরাধবিজ্ঞানী, সমাজকর্মীরা গভীর অনুসন্ধান, গবেষণা করলে হয়তো ধর্ষণের প্রকৃত কারণ বের করতে পারবেন।

তবে, ধর্ষণের কিছু কারণ সাধারণ নাগরিকের খালি চোখেও ধরা পড়ে। যদিও এদের মধ্যে মতবিরোধ, বিভক্তি রয়েছে। একপক্ষ ধর্ষণের জন্য কেবল পুরুষকে দায়ী করছে, অন্যপক্ষ দুষছে নারীর পোশাককে। প্রথম পক্ষের অভিযোগে সিংহভাগ সত্যতা মিললেও দ্বিতীয়পক্ষের দাবি ষোলো আনাই অন্তঃসারশূন্য; এর কারণও স্পষ্ট।

পোশাক নাকি মানসিকতা দায়ী, তার বিচার করতে হলে আরেকটি বিষয় না বললেই নয়। আচ্ছা, বাংলাদেশে শিশু ধর্ষণের ঘটনা অনেক সময়ই উঠে আসে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, আরও বহু দেশে শিশু ধর্ষণ নিত্যদিনের ঘটনা। কিন্তু শিশু ধর্ষণ হয় কেন? শিশুরা মিনি স্কার্ট পড়ে থাকে বলে? শিশু বাচ্চাদের দেখেও কী মনের মধ্যে কামনার সৃষ্টি হয়? তাহলে কী জন্মের পর থেকেই শিশু বাচ্চাদের পা পর্যন্ত আলখেল্লা পড়িয়ে রাখতে হবে? নাকি নিজের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে?

৭১ এর যুদ্ধে পাকিস্তানিরা এবং রাজাকাররা যে হাজারো মা-বোনকে ধর্ষণ করেছে, এ সব কী পোশাকের কারণে? ৭১ এ কী তারা মিনি স্কার্ট পরে ঘুরে বেড়াতো? নাকি নিজেদের ভোগী মানসিকতার খোরাক মিটাতে জানোয়ারগুলো ধর্ষণ করতো?

পোশাকই যদি ধর্ষণের মূল কারণ হবে, তাহলে আরব দেশগুলোতে কেন ধর্ষণের ঘটনা ঘটে যেখানে সবাই বোরখা পড়া? খারাপ মানসিকতা সৃষ্টির জন্য আপনি নারীর অর্ধনগ্ন পোশাককে দায়ী করছেন?

একটু পিছনে ফিরে তাকায়, তনুকে যখন ধর্ষণ করে হত্যা করা হলো, তখনো বাংলাদেশের ধর্মান্ধরা অপপ্রচার চালিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলো যে তনুর ধর্ষণের জন্য তনুর পোশাকই দায়ী।

কিন্তু তনুর ছবিগুলো তখন সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে সে বোরখা পরিহিতা ছিল। কতটা নির্লজ্জ মানসিকতা হলে একটি মৃত মেয়ের উপর মিথ্যে দোষ চাপানো যায় ভাবতে পারেন? কিংবা কিছু দিন আগে যে ছয় বছরের শিশু আছিয়াকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হলো তার কথাই বা কী

বলবেন? আছিয়ার ক্ষেত্রেও কি পোশাকের দোষ? এমন নিচ মানসিকতার বলেই তো ধর্ষণ সম্ভব, পোশাকের কী দোষ!?

নারী ধর্ষণে যদি পোশাকে ত্রুটি খোঁজেন তাহলে কোলের শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ মহিলা, কিশোরী, রাস্তার ধারের মানসিক ভারসাম্য হারানো কিছু না বোঝা মেয়েটি সহ কেউই রেহাই পাচ্ছে না ধর্ষণের হাত থেকে। ঘরে-বাইরে সব জায়গায়ই যেন যৌনতার আশায় নারীকে ভোগ করার লালসায় থাকছে পুরুষরা। তারা যেন জঙ্গলের হিংস্র পশুর চেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত হয়ে ঘুরছে আমাদের চারপাশে। আর তাদের ক্ষুধা রক্ত-মাংসে গড়া নারীর শরীরের প্রতি।

কখনো এই ধর্ষণের পেছনে থাকছে চেনামুখের অচেনা হিংস্রতা কখনো-বা অচেনা মুখের হিংস্রতা! তাদের লালসা মেটানোর সময় সামনে কাকে ভোগ করছে, সেটা ভাবার সময়ও তাদের নেই। সম্পর্কে হতে পারে বাবা মেয়ে।

যেন এই সমাজ এবং রাষ্ট্র এক ধর্ষণের মহামারী আকার ধারণ করছে। নারীর মূল্যবান সম্পদ সতীত্বকে হরণ করে সমাজে নারীর সম্ভ্রম হারিয়ে ও সামাজিকভাবে নারীকে হেও প্রতিপন্ন করার পৈশাচিক খেলায় মত্ত হয়েছে পুরুষ।

ধর্ষণ এই ছোট শব্দটির অর্থ এতটাই বড় বিশাল।যে এর গ্লানি বর্ণনা করলে সারা জীবনেও শেষ হবেনা।বা শব্দটির ক্ষতিপুরনও সম্ভব না।ধর্ষণ একটি অমার্জনীয় অপরাধ। এটি একজন মানুষকে খুনের অপরাধের চেয়েও কম বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়।

আজকাল হাতের মুঠোয় স্মার্ট ফোনের কল্যাণে পর্ন দেখছে। স্বপ্নে পর্ন নায়িকার সাথে যাচ্ছে স্বপ্নসর্গে । বাস্তবে তার দেখা নেই। এসবের কারণে, মানুষ সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। পর্ন দেখা বা মেয়ে মানুষের শরীর পাওয়া একেবারেই অসামঞ্জস্য থেকে তাদের বানিয়ে দিচ্ছে ‘ধর্ষক’। তাদের ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই বললেই চলে। অথচ ধর্ষণ করে খুন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে না।এদের কাছে মেয়ে মানুষ যে বয়সেরই হোক না কেন তারা শুধু একটি ‘অবজেক্ট’। মানুষ নয়। তাদের মাথায় একটাই পোকা নারী মাত্রই ভোগের সামগ্রী। তাদের ভোগ করো, খুন করো, অত্যাচার করো।তা যে বয়সেরই হোক না কেন। কোনও ব্যাপার না।

আমাদের অন্যায্য সমাজে ধর্ষকরা নন্দিত, ধর্ষিতারা নিন্দিত।ধর্ষণের সমস্ত দায় ভার, সমস্ত লজ্জা,অপমান আর উপহাস ধর্ষিতার উপর।

ধর্ষণ ধর্ষিতার মেধা,বল,আশা,স্বপ্ন, লক্ষ্য ও সম্ভ্রমকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। শারীরিক ধর্ষণের পর ধর্ষিতার শুরু হয় মানসিক ধর্ষণ।পত্রিকার পাতায় কলামে,থানায় পুলিশের ডায়েরীতে,আদালতে উকিলের অসভ্য জেরায়।দিনের পর দিন ধর্ষিত হয় পাড়ার বুড়োদের চায়ের আড্ডায়,ছোড়া ছোকড়াদের মুখে মুখে কিংবা পাড়াতো বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানে। ধর্ষিতা শিশু, কন্যা নারীরা বেঁচে গেছে তাই অবহেলা করে মা বাবা। ভাই বোনেরা ঘৃণা করে।পাড়া প্রতিবেশিরা দিনের পর দিন তার চরিত্রের কুলশতা এবং পঙ্কিলতা নিয়ে খোটা দেয়।ধর্ষিতা মেয়েটার সঙ্গ ত্যাগ করে বান্ধবীরা।জীবনটা বিভীষিকা বানিয়ে দেয়।আর ধর্ষক কলার উঁচু করে ঘুরে বেড়ায়।চায়ের দোকানে বিড়ি ফু্ঁকে কিংবা অলিতে গলিতে বন্ধুদের সাথে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে ধর্ষণের সময় সে কী কী করেছে।ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে ইরোটিক সুখ অনুভব করে।

ধর্ষিতার ধর্ষণ যেন দান্তের নরকে প্রবেশের ওয়ান ওয়ে টিকিট। আত্মহত্যা না করলে আমরণ হেঁটে যেতে হবে নরকে।জলজ্যান্ত নরক থেকে মুক্তির আশায় অনেক ধর্ষিতা মেয়েই আত্মহনন বেছে নেই।

নারী যদি ছালার বস্তা পরে ঘরের কোণায়ও বসে থাকে পুরুষের শকুন চোখ বস্তার ফাক ফোকর দিয়ে দেখে নিবে নগ্ন শরীর।এই সব শকুনের চোখ উপড়িয়ে ফেলতে হবে সমাজ থেকে।

আমি কোন ধর্ষকের বিচার চাইনা কারণ কারও বিচার হয়নি।বিচার হয়নি আড়াই বছরের শিশু, আফসানা,বিচার হয়নি তনুকিংবা বিউটি কারও শেষ পর্যন্ত বিচার হয়নি।বিচার হবেও না আছিয়ার।
বিচারহীনতার সংস্কৃতি আর সম্ভ্রমহীনতার সনদ বোঝা নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে এরা।শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে বিচার।

লেখক: কবি ও সাহিত্যিক

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল

অধিদপ্তরে জনবল সঙ্কটে কার্যক্রমে স্থবিরতা

দেড় বছর ধরে জনবল সঙ্কটে কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে। উন্নয়ন মূলক কাজ তদারকি ও দাপ্তরিক নানা সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। বারবার এ দপ্তর থেকে জনবলের চাহিদা পাঠানো হলেও কাঙ্খিত পদায়ন করা হচ্ছে না।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে জানা গেছে, সহকারী প্রকৌশলী থেকে অফিস সহায়কসহ ১৪টি পদ শুন্য রয়েছে। এর মধ্যে সহকারী প্রকৌশলী থাকার কথা ৪ জন সেখানে আছেন একজন। উপসহকারী প্রকৌশলীর দুটো পদই শুন্য।

সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষক, উচ্চমান সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ক্যাশ সরকার পদ শুন্য রয়েছে।

অফিস সহায়কের দুটি পদই শুন্য। এতগুলো শুন্য পদ বিপরীতে কয়েকজন দিন হাজিরা পারিশ্রামিক দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে হচ্ছে। যার জন্য ব্যয় হচ্ছে অর্থ।

এলাকার ঠিকাদাররা অভিযোগ করে জানান, অনেক গুলো পদ শুন্য থাকায় চলমান প্রকল্পের কাজগুলো ইঞ্জিনিয়াররা ঠিকমত পরিদর্শন করতে পারেন না। যার জন্য প্রকল্পগুলো শেষ করতে দেরি হচ্ছে । এছাড়া অফিসে হিসাবরক্ষক না থাকায় ঠিকমত বিলও পাওয়া যাচ্ছে না। দ্রুত শুন্য পদে পদায়ন দিয়ে এসকল সমস্যার সমাধান করার দাবী জানান তারা।

হিসাবরক্ষক ও ক্যাশ সরকার না থাকায় সহকারী হিসাব রক্ষক রিয়াদ হোসেনকে একাই করা লাগছে তিনজনের কাজ। যার ফলে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। অনেক বেশি সময় এক কাজে ব্যয় হচ্ছে।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান খান এন্টারপ্রাইজ। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্ত্বাধিকার আসলাম খান পিন্টু বলেন, ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুলে মেরামতের একটি কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার না থাকায় কাজ হ্যাণ্ডওভার দেওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া অফিসেও লোকবল সঙ্কট থাকা নানা সন্মুখিন হতে হচ্ছে।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো: রাকিব আহসান বলেন, এ অফিস থেকে বেশ কয়েকজন অন্যত্র চাকরি পেয়ে অব্যহতি নেওয়ায় এ শুন্য পদ সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকবার হেডঅফিসে চাহিদা পাঠানো হয়েছে জনবল পদায়ন চেয়ে। এখনো পদায়ন করা হয়নি। যার ফলে সাময়িক বিড়ম্বনার সৃষ্টি হচ্ছে।

জানা গেছে, বর্তমানে মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ১৪টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। লোকবল নিয়োগ না হলে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পগুলো শেষ না হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

দামুড়হুদায় প্রাথমিক জাতীয় শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা

দামুড়হুদায় দুই দিনব্যাপী প্রাথমিক জাতীয় শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতার জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০ টার সময় “সুস্থ দেহ সুন্দর মন”স্লোগানকে সামনে রেখে খেলাধুলা শিশুর মনকে বিকশিত করে এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে এই ধারাবাহিকতায় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠে এই প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করা হয়।

প্রধান অতিথি থেকে জাতীয় শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতাজ মহল।

এসময় তিনি বলেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীরা আমার সন্তানের মত, লেখা পড়ার পাশাপাশি এই প্রতিযোগিতা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটাবে। প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের যেসব সন্তানরা লেখাপড়া করে, তাদেরকে আগামীর সুন্দর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের পাশাপাশি আমরা যারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছি। আমাদেরকে তাদের নিজ সন্তানের মত মনে করে লেখাপড়ার পাশাপাশি মেধাবৃত্তিক

প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে। আমরা এখন যারা বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছি এই নেতৃত্বকে আরও বেগবান করার জন্য সঠিক গুণাবলীর মাধ্যমে আগামীর প্রজন্ম হিসাবে তাদেরকে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে আমরা দেশের জন্য কিছু করে যেতে পারবো।

উপজেলার ১১৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে জাতীয় শিক্ষা পদক প্রযোগিতায় ৫৪ টি ইভেন্টে অ্যাথলেট, ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসানের সভাপতিত্বে এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, উপজেলা জামায়াত ইসলামের সহকারি সেক্রেটারি আবেদ-উদ-দৌলা টিটন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সাল, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন জেলা আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক তানভীর অনিক প্রমুখ।

মুজিবনগরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা

“এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা-২০২৫ (ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, বিষয়ভিত্তিক কুইজ ও কাবিং) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা ও ক্রীড়া পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পলাশ মণ্ডল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর আকরাম হোসেন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এহসানুল হাবিব, সরকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান।

প্রতিযোগিতার ইউনিয়ন পর্যায়ের বাছাইপর্ব ৫-৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রতিটি ইভেন্টে একজন করে ২৪ জন প্রতিযোগী উপজেলা পর্যায়ে অংশ নেয়। উপজেলার চারটি ইউনিয়নের সেরা ৯৬ জন প্রতিযোগী ২৪টি ইভেন্টে উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল। উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ী প্রতিযোগীরা জেলা পর্যায়ের শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলার ৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিনা খাতুন।

গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক

গাংনী উপজেলার মড়কা বাজারে জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

রাইপুর ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি হজরত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির ডাক্তার মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সূরা ও

কর্মপরিষদ সদস্য সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা।

রায়পুর ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি মনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের রুকন শফিউর রহমান। এসময় জামায়াতে ইসলামীর রাইপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে শিক্ষার মানোন্নয়নে কমিউনিটি অ্যাকশন মিটিং

ঝিনাইদহে অ্যাকটিভ সিটিজেনস গ্রুপ (এসিজি)-এর উদ্যোগে রাউতাইল (রাউতাইল কমিউনিটি ক্লিনিকের পাশে) গতকাল (২৮ জানুয়ারি) মঙ্গলবার সকালে একটি কমিউনিটি অ্যাকশন মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর অনুপ্রেরণায় গঠিত এসিজি আনোয়ার জাহিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভিত্তিক একটি নাগরিক প্ল্যাটফর্ম।

স্থানীয় নাগরিকদের সহযোগিতায় এসিজি কর্তৃক আয়োজিত এই সভায় আনোয়ার জাহিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় নাগরিকরা অংশগ্রহণ করেন। সনাক-এর মাধ্যমিক শিক্ষা উপকমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আহমেদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এসিজি সমন্বয়ক নুর হোসেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এরিয়া কো-অর্ডিনেটর মো. হুমায়ুন কবীর।

এলাকাবাসী ও অভিভাবকবৃন্দ সভায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন এবং তারা বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করার পাশাপাশি চিহ্নিত সমস্যার সমাধানের জন্য সুপারিশ উপস্থাপন করেন। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে ইয়েস ও এসিজি সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইয়েসের দলনেতা মাজহারুল ইসলাম।

মুজিবনগরে শিক্ষা উপকরণ বিতরণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে গুডনেইবারর্স এর স্পন্সর প্রাপ্ত শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরনের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার সময় গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গনে উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে উপকরণ বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক, জেলা উপসহকারী নিবন্ধকক এনামুল হক, উপজেলা সহকারী পরিদর্শক শাহিনুজ্জামান, গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার রিফাত আল মাহমুদ, সু- প্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতির কো- অপারেটিভ অফিসার রিয়াজউদ্দিন, গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর ফেসিলেটর মেহেদী হাসান, সু- প্রতিবেশী মহিলা সমবায় সমিতির সভাপতি রেহেনা খাতুন।

গুডনেইবার মেহেরপুর সিডিপি উপজেলার সুবিধাভোগী ১২১০ জন শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে খাতা পাঁচটি কলম পাঁচটি একটি প্লাস্টিকের বুক সেলফ ২ লিটার সয়াবিন তেল ২ কেজি আটা এবং এক কেজি মসুর ডাল প্রদান করা হবে।

কোটচাঁদপুরের রমজান আলী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত

শিক্ষককের রোষানলে পড়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, রমজান আলী (১৩)।

এমন অভিযোগ তুলেছেন তাঁর পিতা আলী হোসেন। এ ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের কাগমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিষয়টি তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। জানা যায়, ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর কাগমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৯ সালে। বিদ্যালয়ের পাশেই বাড়ি আলী হোসেনের।

ওনার দুই ছেলে। নুরনবী ও রমজান আলী। রমজান আলীর বয়স এখন ১৩ বছর। এ সময় তাঁর ৬ ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার কথা থাকলেও গন্ডি পেরুতে পারেনি প্রাইমারীর। এখন সে ভবঘুরের মত করে ঘুরে বেড়ান। আর পিতার কাজের সহায়তা করে সময় পার করেন। এ ব্যাপারে রমজান আলীর পিতা আলী হোসেন বলেন, আমার বাড়ি বিদ্যালয়ের সামনেই। বিদ্যালয়টি যে সময় প্রতিষ্ঠিত সে সময় আমরা অনেক সহায়তা করেছি। সেই বিদ্যালয়ে এখন আমার ছেলে পড়াতে পারছিনা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রহিমের রোষানলে পড়ে আমার ছেলের জীবন আজ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমার ছেলে একদিন বিদ্যালয়ে একটু দুষ্টুমি করেছিল। এরপর ওই শিক্ষক বিদ্যালয় থেকে বের করে দেন। সে থেকে বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ আমার ছেলে রমজানের। এরপরও ২/৩ বার আমার স্ত্রী ও আমি ছেলেকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নেওয়ার কথা বলেছি। তারপরও তিনি ভর্তি নেননি।

তিনি আরো বলেন, যে সময় তাঁর বিদ্যালয়ে পড়ার কথা। এখন সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেরে সারাদিন ভব ঘুরের মত করে ঘুরে বেড়ান আর কোন সময় আমার কাছের সহায়তা করেন। ওই শিক্ষকের রোষানলে পড়ে আজ আমার ছেলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমি শিক্ষকের অপসারণ দাবী করছি। একই অভিযোগ করেছেন বিদ্যালয়ের পাশের আরেক অভিভাবক ওয়াজ উদ্দিন। সে রিয়াজ হোসেনের পিতা। তিনি বলেন,আমার ছেলেকেও ওই শিক্ষক বিদ্যালয়ে ভর্তি নেননি। আমি অনেকবার চেষ্টা করেও পারেনি ভর্তি করাতে। তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন গণমাধ্যম কর্মীদের উপর।বলেন,আপনারাই বলেন বাড়ির সামনে বিদ্যালয় থাকতে কেউ

ছেলে মাদ্রাসায় ছেলে মেয়ে কে ভর্তি করান। আমাকে সেটাই করতে হয়েছে। আর তা করতে হয়েছে প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিমের কারনে।

তিনি আরো বলেন, তিনি স্থানীয় শিক্ষক হওয়ায় বিদ্যালয়ে দাপট দেখান। ওনার খেয়াল খুশি মত করে বিদ্যালয় চালান। তিনি ওই শিক্ষকের অপসারণ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তবে এ সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন,বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রহিম। তিনি বলেন, এ সব মিথ্যা কথা। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্র করছেন বলেও দাবি করেছেন ওই শিক্ষক। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকি সালাম বলেন,অনেকেই বিদ্যালয় ছেড়ে মাদ্রায় চলে যাচ্ছেন। আবার অনেকে ফিরে আসছেন। এর জন্য কাকে দোষারোপ করবো। এরপরও বিষয়টি নিয়ে

বঙ্গবন্ধুর তনয়ার আমলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম আগ্রহ ও অগ্রাধিকারের জায়গা ছিল শিক্ষা খাত। স্বাধীনতার পরপরই দেশের ভঙ্গুর শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে নানা উদ্যোগ নেন তিনি। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয়করণ, সংবিধানে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষা কমিশন গঠন ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষার উন্নয়নে যুগান্তকারী বেশকিছু কর্মসূচি নেন বঙ্গবন্ধু। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারও সবসময় শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দেখেছেন। বঙ্গবন্ধুর মতো আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও শিক্ষায় ব্যয়কে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখনই সরকার গঠন করেছেন তখনই শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামোসহ সবকটি খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

বিশেষ করে ২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি—বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বাধীন সরকারের এ বছরগুলোয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে। চোখ ধাধানো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে যোগাযোগ অবকাঠমোয়।

তুলনামূলক কিছু বিশ্লেষণ দেখলে বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ২০০৯ সালে পাবলিক ও প্রাইভেট মিলে দেশে বিশ^বিদ্যালয় ছিল ৮২টি। এর মধ্যে ৩১টি পাবলিক ও ৫১টি প্রাইভেট বিশ^বিদ্যালয় ছিল। বর্তমানে দেশে বিশ^বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৬টিতে। এরমধ্যে পাবলিক বিশ^বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৪টি ও প্রাইভেট বিশ^বিদ্যালয় ১১২টি। অর্থাৎ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে ১৪ বছরেরও কম সময় দেশে বিশ^বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্বিগুন হয়েছে। এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কৃষি, চিকিৎসা, মেরিটাইম, অ্যারোস্পেস এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মতো বিশেষায়িত বিভিন্ন খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেশে চিকিৎসা বিষয়ক একমাত্র উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল মাত্র একটি। বর্তমানে দেশে মেডিকেল বিশ^বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫টি। একইভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি ও বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির মতো যুগোপযোগী উচ্চশিক্ষালয় গড়ে তুলেছে শেখ হাসিনার সরকার। শুধু নতুন বিশ^বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নয়; উচ্চশিক্ষার প্রসারে পুরনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন নতুন বিভাগ অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

এসব শুভ উদ্যোগের সুফল হিসেবে গত কয়েক বছরে দেশের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থী প্রবেশের সুযোগ ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে অবিশ^◌াস্য হারে। ২০০৯ সালে জাতীয় বিশ^বিদ্যালয়সহ দেশের পাবলিক বিশ^বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১৪ লাখের নিচে। যা বর্তমানে বেড়ে ৩৬ লাখ ছাড়িয়েছে। একইসঙ্গে বেসরকারি খাতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও শিক্ষার্থী বৃদ্ধির হার আশাব্যঞ্জক। ২০০৯ সালে দেশের বেসরকারি বিশ^বিদ্যালয় খাতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ২ লাখ। বর্তমানে যা চার লাখের কাছাকাছি।

শুধু প্রতিষ্ঠান কিংবা শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংখ্যা নয়; সম্প্রতি বছরগুলোয় দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মানেও বেশ উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশন জট প্রায় শূন্যের

কোঠায়। উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গড়ে তুলেছে। বিশ^বিদ্যালয়গুলোয় মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণা নিশ্চিত করতে ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের (হেকেপ) সফল বাস্তবায়ন করে সরকার। বর্তমানে হায়ার এডুকেশন অ্যাক্সেলেরেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন (হিট) শীর্ষক আরো একটি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন। বিশেষ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি সরকার ধারাবাহিকভাবে গবেষণা খাতে বরাদ্দ বাড়াচ্ছে।

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে গবেষণা খাতে সরকারের বরাদ্দ ছিল মাত্র ১ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উচ্চশিক্ষায় গবেষণার জন্য সরকার ১৭৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়। শিক্ষা ও গবেষণার মান বাড়ায় বৈশি^ক র্যাংকিংয়েও দেশের বিশ^বিদ্যালয়গুলোর অবস্থান পোক্ত হচ্ছে। গবেষণা, উদ্ভাবন ও সমাজের ওপর প্রভাব—বিজ্ঞান গবেষণায় এ তিনটি বিষয়কে ভিত্তি ধরে শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তালিকা করে স্পেনের সিমাগো ল্যাব ও যুক্তরাষ্ট্রের স্কপাস। সিমাগো ইনস্টিটিউশনস র্যাংকিংস (এসআইআর)-এ ২০০৯ সালে বাংলাদেশ থেকে জায়গা পায় মাত্র ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়। আর ২০২৩ সালে এসে সিমাগো-স্কপাসের র্যাংকিংয়ে জায়গা পাওয়াদের তালিকায় বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮-এ।

উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক ধাপের শিক্ষার বেশ প্রসার ঘটেছে আওয়ামী লীগ সরকারের হাত ধরে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামোর চিত্র বদলে ফেলা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অধ্যাধুনিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রচলিত পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কার আনতেই নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিবর্তনের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে আমাদের শিক্ষার্থীরা। শত বছর ধরে আমাদের মুখস্থনির্ভর শিক্ষাপদ্ধতি চলে আসছিল। পুরনো ধারার সে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের চিন্তার সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। নির্দিষ্ট কিছু বইয়ের নির্ধারিত অধ্যায় বা অংশ পড়ে পরীক্ষার খাতায় গৎবাঁধা কিছু নিয়েমে তা উগড়ে দেয়া হতো। নম্বরমূখী ওই ব্যবস্থায় শেখার সুযোগ ছিল অনেক কম। নতুন শিক্ষাক্রমে পুরনো সে পদ্ধতি ভেঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন ধারার পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। কর্মমুখী শিক্ষার জোর দেয়ার অংশ হিসেবে কারিগরি শিক্ষাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। দেশে

কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণ এক সময় এক শতাংশেরো নিচে ছিল। এখন তা বেড়ে ১৪ শতাংশ ছাড়িয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে নেয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ প্রকল্প।

বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে শিক্ষার মতোই ঈর্ষণীয় সাফল্য এসেছে দেশের স্বাস্থ্য খাতেও। দেশে আগে তেমন কোনো স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ছিল না, এখন ২২টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের বিশেষায়িত বিভিন্ন গবেষণা পরিচালিত হয়। ২০০৯ সালের আগে মাত্র আটটি মেডিকেল কলেজ ছিল, এখন ৩৭টি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা ও অবকাঠামোর মান বাড়ায় দেশের মানুষের গড় আয়ুও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সালের আগে দেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৬০ বছর, এখন তা ৭৩ বছর। দেশে টিকাদানে ৯৮ ভাগ সফলতা এসেছে অথচ আগে ছিল মাত্র ২০ ভাগ। আগে দেশে শিশু মৃত্যুহার ছিল ১৫০ জনের বেশি আর এখন সেটি মাত্র ২৩ জন। আগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩ শতাংশ আর এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র শূন্য দশমিক ৯৮ ভাগ। আগে দেশে খর্বকায় মানুষের জন্মহার ছিল ৬০ ভাগ। কিন্তু এখন ঠিকভাবে ব্যবস্থা নেয়ায় মাত্র ২৫ ভাগের নিচে খর্বকায় মানুষ জন্ম নেয়।

স্বাস্থ্যসেবায় অবদানে মিলেছে নানা আন্তর্জতিক স্বীকৃতিও। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের জাতিসংঘের ৬৫তম সাধারণ অধিবেশনে মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-৪-এ এ উল্লেখযাগ্য সাফল্য অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২০১১ সালের জাতিসংঘের ৬৬তম সাধারণ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের পক্ষে নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ সাউথ-সাউথ পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন। ২০১৩ সালের জুন মাসে ল্যানসেট পত্রিকায় ভালো সাস্থ্য সেবা দেয়ার চমৎকার মডেলে হিসেবে বাংলাদেশকে তুলে ধরা হয়।
আর অবকাঠামো উন্নয়নে বলা চলে রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়েছে শেখ হাসিনার সরকার। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত

স্বপ্নের পদ্মা সেতুসহ ছোট-বড় একশ ব্রিজ ও একশ সড়ক-মহাসড়ক চালুর মধ্য দিয়ে দেশে যোগাযোগ ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ঢাকাাবাসী যুক্ত হয়েছেন মেট্রোরেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে। চট্টামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু টানেল, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড

টার্মিনালসহ সরকার গৃহীত নানা পদক্ষেপ বদলে দিচ্ছে দেশের সার্বিক অবকাঠামো চিত্র। অবকাঠামো উন্নয়নের ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। কিন্তু কোভিড-১৯ ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করলেও বর্তমানে পুনরায় অগ্রগতি শুরু হয়েছে। সামনের দিনে এ অগ্রযাত্রা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে, গড়ে উঠবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা ও দেশরত্নের ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’।

লেখক: কোষাধ্যক্ষ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।